Dawahilallah 1441 H. | 2020 | ISSUE-3

সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

সূচী

সম্পাদকীয়

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী, দুই জাহানের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা হকের অনুসারী থাকবেন তাদের উপর। আল-ফিরদাউস মিডিয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোষ্টগুলো নিয়ে গঠিত 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' নামক ম্যাগাজিনের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। নিশ্চয় সাফল্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের নিয়ত শুদ্ধ রেখে দ্বীনের জন্য কাজ করে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রিয় ভাইয়েরা ...
আজ পুরো দেশে মুসলমানদের এতটুকু নিরাপত্তা নেই। কখন কে কোথায় গুম কি খুন হয়ে যায়, তার কোন খবরই নেই। মসজিদ গুলোতে আগুন দেয়া হচ্ছে, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের হত্যা করা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে, পদদলিত করা হচ্ছে কোরআনুল কারীম কে, গালি গালাজ করা হচ্ছে মহান আল্লাহ কে এবং আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটুক্তি করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজপথে পরছে নবি প্রেমিক জনতার গুলিবিদ্ধ শরীর, মসজিদ-মাদরাসা গুলোর কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, দ্বীনদার মুসলমানদের জঙ্গী বলে জেলে পাঠানো হচ্ছে, প্রশাসনের প্রত্যাক্ষ সহায়তায় গুম, খুন, চাদাবাজি এবং গরম হয়ে উঠেছে ব্যভিচার ও বেহায়পনার বাজার। নৈতিকতার বন্ধনগুলো ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একে একে।

এই চরম ক্রান্তিলগ্নে আমাদের এই আশ্চর্য নীরবতা ঘোর আঁধারে ডেকে দিবে উম্মাহর ভবিষ্যতের প্রতিটি ক্ষেত্র। শুধু আমাদেরকেই যদি এর খেসারত দিতে হতো, তবে এত পেরেশান হওয়ার কারন ছিল না; কিন্তু এই অপরাধ শুধু আমাদের নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও সব শান্তি-সুখের প্রদীপ নিভিয়ে দিবে।

হে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার উপযোগী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীন কে বুঝা ও দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকা সহজ করুন। উপকারী ইলম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমদের ভাইদের কে হেফাযত করুন। আমাদের মুরুব্বী, উলামায়ে কেরাম ও তানজিমকে কবুল করে নিন। আল্লাহ ভাইদের কুরবানি গুলো কবুল করুন।
আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

যদি এখন আমরা কোন মুসলিমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিঃ 'আপনার বাড়ি কোথায় ?' সত্যিই, সে ইঙ্গিত করবে তার দেশের নাম; মিশরে... সিরিয়াতে... তিউনেশিয়াতে... সউদি আরবে... ইত্যাদি...
সে শুরুতেই তার শহরের নাম উল্লেখ করবেনা এবং সে বলবে না যে তার বাড়ি হচ্ছে দামেস্কে, বৈরুতে, কায়রোতে অথবা তাসখন্দে... কারণ সে স্যিকেস-পিকট (Sykes-Picot)১ এর সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় বর্ডার লাইনের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেটা উপনিবেশবাদদের দ্বারা তার মগজে অংকিত।

{Sykes–Picot Agreement আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত Asia Minor Agreement নামে, এটা ছিল যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের মধ্যে ১৯১৬ সালের একটা গোপন চুক্তি, যা রাশিয়ান সম্রাজ্যের সম্মতিপ্রাপ্ত। এগ্রিমেন্ট তাদের আন্তর্জাতিক বলয়ে সম্পর্ক এবং দক্ষিন পশ্চিম এশিয়াতে নিয়ন্ত্রণের পরস্পর সমঝোতা নির্ধারণ করে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ওসমানীয় খেলাফতকে পরাজিত করে সফলতার জন্য ত্রিশক্তি মৈত্রীর প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে চুক্তিটি গঠিত হয়েছে। সন্ধিস্থাপনের প্রক্রিয়া ঘটেছে নভেম্বর ১৯১৫ এবং মার্চ ১৯১৭ সালের মধ্যে, চুক্তি, প্রকাশিত হয়েছে জনগণের কাছে ইযবেস্তিয়া এবং প্রাভদা পত্রিকার মাধ্যমে ১৯১৭ সালের ২৩ নভেম্বর এবং ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ানে ১৯১৭ সালের নভেম্বরের ২৬ তারিখে।;অনুবাদক }

এখন আমাদের যা মুজাহিদিনদের চিন্তায় প্রতিস্থাপন করতে হবে যারা জিহাদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা হচ্ছে দ্বীনের সেই বিশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি, যেটার ব্যাপারে আল্লাহ্* সুবহানা তাআলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেনঃ
إ نَّ هَذه أُمَّتُكُمْ أُمَّة وَا حدَة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون
(সূরা আম্বিয়াঃ ৯২)।

"এ হচ্ছে তোমাদেরই জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমারই এবাদত কর।"
এবং আলহামদুলিল্লাহ্*, শত্রুদের সামরিক হামলা এখন আমাদেরকে মানচিত্রের এক বর্ডারের অধীনে এনে দিয়েছে, যাকে বলে 'অপারেশানের মধ্যবর্তী এলাকা' (মানতিকাত আল-আমালিয়াত আল-ওয়াসিতা) এবং বাস্তবে, আরব ও ইসলামী দুনিয়ার অনেক দেশকে এটা একসাথ করে দিয়েছে, এটা একইভাবে রাজনৈতিক ময়দানে, মতাদর্শে, অর্থনৈতিক এবং সভ্যতাগত হামলায়...। সে (বুশ) আমাদের সবাইকে একটা মানচিত্রের মধ্যে এনে দিয়েছে, যেটা একত্রীকরণ হয়েছে একই এলাকায়, যার রাজনৈতিক নাম হচ্ছে 'বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য'...
কাজেই, শত্রু আমাদের উপর তাদের হামলার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যকে বিশ্বায়ন করে দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্*। এটা সাহায্য করেছে যারা তাদের বিশ্বাস এবং বোধশক্তি দ্বারা সমর্থন করত না দুনিয়াব্যাপী (উমামি) একীভূতকরণের চিন্তা চেতনায়, যা তাদেরকে এই চিন্তা চেতনা থেকে দূরে নিয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ধর্মের মূলনীতির একটি।
অবশ্যই মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন এই বাস্তবতার দিকে যে উম্মাহর এই একীভূতকরণের প্রতিশ্রুতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মাত্রা বিদ্যমান রয়েছে, যেটা আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী প্রতিরোধ যুদ্ধের আহবানের সামরিক থিয়োরি বুঝতে সাহায্য করবে।
কৌশলগত দিক থেকে বলতেছি, এই থিয়োরি উদ্ভূত হয়েছে বৃহত্তর সব ইসলামী দেশগুলোর (আল-ওয়াতান আল-ইসলামি) আন্তর্জাতিক মাত্রা (উমামি) থেকে এবং এটা সফল হতে পারবেনা যদি আমরা এই বিশ্বব্যাপী আন্তজাতিকতার (উমামি) মাত্রা থেকে সরে দাড়াই।
যদি আমাদের একটা সরাসরি জিহাদে প্রবেশ করতে হয় এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে সম্মুখ মোকাবেলার, আমরা দেখব যে জিহাদের সফলতা থাকবে যেকোনো ফ্রন্টে, এর জন্য নিঃসন্দেহে প্রয়োজন কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ। পুরো ইসলামী দুনিয়াতে এই ধরণের পরিবেশ রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধ এলাকায়। যখন এই ওপেন ফ্রন্ট জিহাদগুলোর জন্য ইসলামী দুনিয়ার যেকোনো দেশ থেকে মুজাহিদিনদের প্রয়োজন হবে, যেকোনো দেশ থেকে বিশেষ দক্ষতার বিভিন্ন ধরণের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থানগুলো পুরন করবে ঐসব যুদ্ধগুলোতে যখনই তারা জিহাদের জন্য উদ্ভূত হয়।
একাকি গোপন জিহাদ, অপারেশানাল কার্যক্রমে অবস্থান নিতে পারে দুনিয়াব্যাপী যেকোনো জায়গায়।

এই অপারেশানাল কার্যক্রম পৃথিবীর যেকোনো বলয়ের জন্য দেশ এবং বর্ডারগুলো নির্বিশেষে খোলা আছে। শত্রু ইরাক দখল করে নিয়েছে আমরা সেখানে লড়াই করতেছি এবং একই অবস্থা এখন ফিলিস্তিনেও... এটা মুজাহিদিনদের জন্য দায়িত্বে পরিণত হয়েছে তিউনেশিয়ায় অথবা মরক্কো অথবা ইন্দোনেশিয়ায়... ইরাকে গিয়ে তার ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের সাথে মিলিত হওয়া... কোনভাবে, এটা করা অল্প কিছু সংখ্যকের জন্য সম্ভব এবং এটা সময়ের প্রেক্ষাপটে কঠিনে পরিণত হয়েছে, কারণ জিহাদের ময়দানগুলোতে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে মুরতাদ সরকারগুলো আমেরিকার সহযোগী হিসেবে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু যেকোনো মুসলিম চাইলে জিহাদ এবং কুফরদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে, এই যুদ্ধের ময়দানে চাইলে আমেরিকার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নিজ দেশ থেকেই অথবা যেকোনো জায়গা থেকে, যেটা খুব সম্ভব শতগুণ বেশী কার্যকরী হবে সে সম্মুখ ময়দানে পৌঁছে অংশগ্রহণের তুলনায়।
উম্মাহর জন্য অবশ্যই একটা চেতনার অঙ্গীকার থাকা জরুরী ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং মিলিটারি মাত্রায় ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে।
যেকেউই সংস্থাপিত এই বর্ডারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে, বক্র এবং আশ্চর্যজনক ভাবে পেঁচিয়ে যখন তারা আমাদের দেশ গুলোর মানচিত্র অঙ্কিত করেছে, দেখা যায় উপনিবেশ শক্তির কাফের মন্ত্রিদের কলম এবং স্কেল দ্বারা আঁকা হয়েছে। এটা অদ্ভুদ যে, এরপর এই বর্ডারগুলো উম্মাহর অধিকাংশ সন্তাদের মন মগজে অন্তর্লিখিত হয়ে আছে। এটা বিস্ময়কর যে এই বিপর্যয়কারী ঘটনা কেবল কয়েক দশকের চেয়ে বেশী নয়। এটা ঘটেছিল ১৯২৪ সালে উম্মাহর বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক অবনতির পর, উম্মাহর শেষ প্রতীকমূলক খেলাফতের পতনের সাথে।
আমাদের অবশ্যই উম্মাহর যুবকদের চিন্তা এবং হৃদয়কে বিকশিত করা প্রয়োজন, তাহলে তারা তাদের অঙ্গীকার সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারবে উম্মাহর জন্য। এটা হচ্ছে দ্বীন এবং বিশ্বাসের একটা ভিত্তি। এবং এর সাথে সাথে রাজনীতি এবং মিলিটারি কৌশলের ধারনার মধ্যেও।

শায়েখ আবু মুসআব আস সুরী (আল্লাহ উনাকে মুক্ত করে দিন।)

নতুন সাথীদের জন্য, বিশেষ করে যারা অফ লাইনে কাজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু কোন মাধ্যমে পাচ্ছে না

খুররাম আশিক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
প্রিয় ভাইয়েরা,আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আর সব সময় ভালো থাকুন এটাই চাই,ও দুয়া করি। আমাদের বন্দী ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করি আল্লাহ যেনো ভাইদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন,আমীন। আল্লাহ যেনো ভাইদের মনে শক্তি সাহস বাড়িয়ে দেন, যাতে করে ভাইয়েরা ত্বাগুতের বিভিন্ন কূটকৌশল বুঝতে পারেন, আমীন।
প্রিয় নতুন ভাইয়েরা, আমরা যারা বিভিন্নভাবে ফোরামে এসেছি, বা কাজ করতে আগ্রহী। প্রিয় ভাইয়েরা, প্রথমেই আপনাদের বলব আপনারা সিকুরিটি বজায় রেখে চলুন। আমরা অনেকে আছি ইউটিউবে কমেন্ট করি এক্ষত্রে খুব সাবধানে আমাদের চলা উচিত। ইউটিউবে হয়ত কেও ফোরামের কথা বলল আর আপনি আবেগেরছলে একটা কমেন্ট করে দিলেন, আর ত্বাগুত পুরো শক্তি নিয়ে আপনাকে খুজতে নেমে পড়লো, তারপর খুজে পেয়ে গেলো, তারপরের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন, আপনি যতই বলেন আমি কাউকে চিনি না, ত্বাগুত কিন্তু আপনার কথা শোনবে না। তারা আপনার সামনে বিশাল এক ডায়েরি ধরে দিবে যাদের যাদের চিনেন তাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত বলার জন্য তখন মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন। কাজেই ছোটখাটো কাজ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন।
প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা আমাদের ভাই, আর আল্লাহ কুরআনে ভাই ই বলেছেন, মুমিন মুমিনের ভাই। যেমন বন্ধুর বিপরীত শব্দ শত্রু, কিন্তু ভাইয়ের বিপরীত শব্দ হয় বোন, দুটিই রক্তের সাথে সম্পর্কের সাথে মিল আছে। তাই ভাইই বলা ভালো।
প্রিয় ভাইয়েরা, ফোরাম তথা জিহাদী/ ত্বাগুতের আইনে নিষিদ্ধ সাইটগুলো ব্রাউজ করুন টর ব্রাউজার দিয়ে। টর ব্রাউজার ছাড়া অন্য কোন ব্রাউজার দিয়ে জিহাদী সাইটগুলো ব্রাউজ করবেন না।

প্রিয় নতুন ভাইয়েরা, আপনারা উন্মুখ হয়ে আছেন জিহাদে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু কোন মাধ্যম পাচ্ছেন না, আপনাদের জন্য এই ফোরামই হলো মাধ্যম। আপনারা নিরাপত্তার সাথে নিয়মিত ফোরামে আসুন, ফোরামের পোস্টগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে বলুন। অন্যকে পড়তে বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার কথা স্বরণ রাখুন, কারণ আমরা কখনোই চাই না আপনি গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। কাজেই যাকে তাকে বলা যাবে না। যেই ব্যক্তি ফোরামের আদর্শের বিরুদ্ধে তাকে ফোরাম পড়ার জন্য বলছেন মানে হচ্ছে আপনি আপনার নিউজ পুলিশকে দিচ্ছেন। আর পুলিশ জানতে পারলে সে আপনার ইনফু দিয়ে তার চাকরির প্রমোশন করিয়ে নিবে নিশ্চিত। সে ত্বাগুতের পক্ষ থেকে স্বর্ণের পদক পাবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য,,, চলবে।

জঙ্গিবাদের সুর

জেগে ওঠো বির সেনা ওসামার পথ ধরে,
ডাকছে তোমায় মাজলুমান।
ধীরে ধীরে যাও এগে অস্ত্রের নাল ধরে,
হাতছানি দিয়ে যায় খোদায়ী বিধান।
দিকে দিকে ভেসে ওঠে জিহাদের আয়োজন,
মন মাতানো সেই আহ্বান।
বিশ্বের বাঁকে বাঁকে মাযলুম কেঁদে কেঁদে,
বলে যায় মুজাহিদ হও আগোয়ান।
সাড়া দাও এই ডাকে ছুটে যাও ময়দানে,
তাক করে গুলি ছোড় শত্রু নিশান।
শহিদের পথ দেখে জীবনের মায়া ভুলে,
ছুটে চল জিহাদের ময়দান।
তাকবীর ধ্বনি তুলে সিংহের গর্জনে,
শত্রুর মসনদ কর খান খান।
হাতে তলোয়ার নিয়ে জিহাদের ঝংকারে,
গুড়ে দাও শত্রুর গরদান।
জঙিবাদের সুর বক্ষে ধারন করে,
গেয়ে যাও আমরণ জিহাদের গান।
নৈরাশ হয়োনা কিতালকে ছেড়না,
এন্তেজারে আছে হুর গিলমান।

-nazir as shams

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী

Abu Dujanah

82 : রাতে ওযু সহকারে ঘুমান

مجاهد رحمه الله تعالى: مَنِ استطاعَ ألَّا يبيتَ إلَّا طَاهراً ذاكراً مُسْتَغفراً فليفْعَل فإنَّ الأرْوَاحَ تُبْعَثُ على ما قُبِضَتْ عَلَيهِ

কেউ রাতে ওযু সহকারে যিকির ও ইস্তেগফার করতে করতে ঘুমাতে পারলে
সে যেন তা করে। কারণ, কারো জান যে অবস্থায় কবজ করা হবে
তাকে ওই অবস্থায়ই উঠানো হবে। - ইমাম মুজাহিদ রহ.

----

83 : সে অন্যের কাছে আপনার গীবতও করবে

من نم لك نم عليك.

যে আপনার কাছে অন্যের গীবত (দোষচর্চা) করে (মনে রাখবেন)
সে অন্যের কাছে আপনার গীবতও করবে। -ইমাম শাফেয়ী রহ.

----

84 : আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করুন

ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه – وكان مأمورا بإزالته – لأزاله .

কেউ যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল-ভরসা করে কোন পাহাড়কে স্বস্থান থেকে
সরিয়ে ফেলতে চায় - আর এটি করার ব্যাপারে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্টও হয়-
তাহলে সে অবশ্যই তা পারবে। -ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

কিছু শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগঃ পর্ব ১

টা টো টি

ABDULLAH BIN ADAM

কোনো কিছুর একত্ব বুঝানোর জন্য এগুলো ব্যবহার হয়।
আজকাল এসব “নির্দেশক অব্যয়” এর যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকের লেখায়ই দেখা যায়।
কারণ,এসবের শুদ্ধ প্রয়োগ তারা জানেন না।
কাজেই এগুলো ব্যবহারের আগে আমাদের জানা দরকারঃ

“টা” ব্যবহার হয় সাধারণত সময় বা সংখ্যার ক্ষেত্রে।
যেমনঃ একটা সময় ছিল,যখন পাঁচটা অচেনা লোকও সহোদর ভাইয়ের মতো চলতে পারত।
তদ্রূপ দশটা বই,বেলা এগারটা,যুগটা ইত্যাদি।

“টি” সাধারণত স্নেহ-মমতা ও কোমলতা বুঝাতে ব্যবহার হয়।
যেমনঃ লোকটি খুব ভদ্র! মানুষটি বড় বদান্য!

“টো” একমাত্র দুয়ের সঙ্গেই ব্যবহার হয়।
যেমনঃ দুটো কিতাব নিয়ে এসো!

“টা” মনোভাবের রূক্ষতা, কর্কশতা এবং মন্দতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।
যেমনঃ ছেলেটা চরম বেয়াদব! মেয়েটা ভারি নির্লজ্জ ইত্যাদি।

[জ্ঞাতব্যঃ এসব অব্যয় কখনো শব্দ থেকে পৃথক বসে না।
সংশ্লিষ্ট শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে লিখতে হয়।]

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ...
সম্মানিত মেম্বার ও ভিজিটর ভাইয়েরা-
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ.
আজ আপনাদের সাথে সুন্দর আরেকটি টিপস শেয়ার করার ইচ্ছা করেছি। আশা করি- সকল ভাইয়েরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি এর দ্বারা অনেক ভাইদের দীর্ঘ দিনের মনের সুপ্ত বাসনাও পূরণ হবে, ইনশা আল্লাহ।
তো সেটা কি? সেটা হলো: কিভাবে আপনারা নিজেদের আইডিতে Signature এ্যাড করবেন? যা দেখে আপনাদের চোখ জুড়াবে এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে।
প্রথমেই বলে নিচ্ছি Signature মানে কি? এটার শাব্দিক অর্থ হলো: স্বাক্ষর, সই, দস্তখত ইত্যাদি। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো: আমরা নিজেদের পোষ্টের/কমেন্টের নিচে কোন মূল্যবান লেখা/বাণী ইত্যাদি কিভাবে যুক্ত করতে পারি?
যেমন দেখুন- আমার এই পোষ্টের নিচে লেখা আছে:"ধৈর্যশীল সতর্ক ব্যক্তিরাই লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত।"-শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.
আচ্ছা! তাহলে আর দেরী না করে নিয়মটা জেনে নেয়া যাক। নিয়মটা হলো: আপনারা প্রথমে নিজেদের আইডি লগইন করবেন। তারপর ফোরামের একদম উপরের ডান দিকে দেখবেন লেখা আছে...Welcome, id name(আপনার আইডি নাম), Notifications. My Profile. Settings. Log Out. ও প্রশ্ন করুন।
এখান থেকে প্রথমে Settings এ ক্লিক করবেন। তারপর বামদিকে দেখবেন- My Settings লেখার নিচে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে আপনি Edit Signature এ ক্লিক করবেন।
তারপর সেখানে পোষ্ট করার মত একটি ঘর ওপেন হবে। তখন আপনি যে লেখা/বাণী দিতে চাচ্ছেন, তা লিখবেন। লিখার পর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করবেন। যেমন বানান, কালার, সাইজ ইত্যাদি।
তারপর Preview Signature তে ক্লিক করবেন। তখন দেখবেন- আপনার লেখাটা উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে। যদি দেখেন সব ঠিক আছে, যেমন- কালার, সাইজ, বানান ইত্যাদি। তাহলে Save Signature তে ক্লিক করবেন। তারপর থেকে আপনি যত পোষ্ট বা কমেন্ট করেছেন বা করবেন, তার নিচে আপনার লেখাটা অটোমেটিক শো করছে দেখতে পাবেন, ইনশা আল্লাহ।
ব্যস কাজ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ।
আশা করি- সবাই ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তাহলে এবার কাজ শুরু করে দিতে পারেন, ইনশা আল্লাহ। আর যদি কোন ভাই এর দ্বারা উপকৃত হোন, তাহলে এই অধমকে আপনার নেক দু'আয় স্মরণ রাখার বিনীত অনুরোধ থাকল।
ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ.

****

আপনাদের নেক দু'আয় আপনাদের মুজাহিদীন ভাইদেরকে ভুলে যাবেন না।